ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৫৫৭
আগরতলা, ১১ জানুয়ারি, ২০২৪

বিধানসভা সংবাদ

পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলীর রাজ্য সফরের পর পর্যটন নিগমের আয় বেড়েছে ঃ পর্যটন মন্ত্রী

বর্তমান সরকারই রাজ্যের পর্যটনকে শিল্পের রূপ দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম চিন্তাভাবনা করে কাজ শুরু করে। বিগত সরকার এবিষয়ে কখনও গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেনি। রাজ্যের পর্যটনকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে যে সকল পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে তা ফলপ্রসূ রূপ পাচ্ছে। আজ বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার আনীত বেসরকারি প্রস্তাবে উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। বিধায়ক বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার আনীত বেসরকারি প্রস্তাবটি হল 'ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে পর্যটন ক্ষেত্রগুলোর উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে'। বেসরকারি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক জীতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক ভগবান দাস, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক নন্দিতা দেববর্মা (রিয়াং), বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া।

বিধানসভায় এই বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর গত নভেম্বর মাসে রাজ্য সফরের পর রাজ্যে পর্যটন নিগমের আয় বেড়েছে। এই সময়ে পর্যটন নিগমের ৫৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা আয় হয়েছে। এই সময় রাজ্যে দেশীয় পর্যটক এসেছেন ৩৮,৭৫৮ জন ও বিদেশী পর্যটক এসেছেন ৩,৩৯৩ জন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে নারকেলকুঞ্জে লগহাট নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হয়েছে ছবিমুড়াকে। ইকো টুরিজমের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ছবিমুড়া ডেস্টিনেশন ও ঊনকোটি ডেস্টিনেশনের বিকাশে যথাক্রমে ৫৮ কোটি ও ৬৩ কোটি টাকা খরচ হবে। স্বদেশ দর্শন-১ এবং ২ তে রাজ্যের পর্যটন স্থানগুলির উন্নয়নে ১৪০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। উজ্জয়ন্ত প্যালেসের লাইট এন্ড সাউন্ড শো-এর জন্য ৬.৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পর্যটনের বিকাশে শুধুমাত্র পর্যটন দপ্তরই নয় তথ্য ও সংস্কৃতি, ২টি, কৃষি, বন, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে একসাথে কাজ করতে হবে। রাজ্যে নীরমহল, ছবিমুড়া, ঊনকোটি, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ছাড়াও অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, পর্যটন শিল্পে দেশের যে সব রাজ্য এগিয়ে রয়েছে তাদের থেকে ধারণা নিয়েও রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করা হচ্ছে। বিধানসভায় আলোচনার পর বেসরকারি প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

****